আমি ভাবি 'হক আল্লা' বলিল মুখেতে।
হক ছাড়া 'না-হক' সে করিবে কি মতে।।
পোড়াইয়া দিল অঙ্গ তাহা করি সহ্য।
তবু ভাবি এই বুঝি করে হক্ কার্য্য।।
পোড়া অস্ত্র ধরে গ্রীবা মেরুদণ্ড পর।
তবু আমি ভাবি এত আল্লার নফর।।
আল্লার ফকির ব'লে আগে মানিলাম।
ঠগ্ মানিলাম শুনে 'হক্ আল্লা' নাম।।
আল্লারূপ রাধা আল্লা কৃষ্ণ আহ্লাদিনী।
প্রণয় বিকৃতি রাধাকৃষ্ণ প্রণয়িনী।।
"কামবীজ কৃষ্ণ" "কাম গায়ত্রী রাধিকা"।
কৃষ্ণমন্ত্র বীজ ধারা প্রধানা নায়িকা।।
কৃষ্ণবীজ করিম, রহিম বীজ শক্তি।
'ক' কারে 'ল' কার 'ই' কার চন্দ্রবিন্দু যুক্তি।।
'ক' 'ল' 'ই' বিন্দু বিসর্গ অনুস্বার।
'ম' কারে অনুস্বার ইহা কৈলে একতর।।
তা'তে হয় কৃষ্ণবীজ বীজরূপা রাধা।
করিম শক্তির বীজ শ্রীকৃষ্ণ আরাধা।।
"রাধাকৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তিহ্রস্ব।
দেকাত্মনিবপি ভুবি পুরা দেহভেদৌ।।
গতৌ তৌ, চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা।
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নমি কৃষ্ণস্বরূপম্।।"
'সেই তো হ্লাদিনী শক্তি সবাকার হক্।
সেই 'হক্' তুমি হরি সবার জনক।।
যার মনে যেই মত সেই পথে ধায়।
যেভাবে যেভাবে ডাকে ডাকে হে তোমায়।।
তাহাতেই মানিলাম তুমি আল্লা হক্।
তোমাকে ডাকিল ভাবি তোমার সেবক।।
তাই ভাবি মানিয়া অমান্য কিসে করি।
যাহা কহে তাহা করি থাকি ধৈর্য্য ধরি।।
এ বুঝি হকের কার্য্য হয় ফকিরের।
তাই ভেবে কাঁচা মাংস খাই কচ্ছপের।।'

প্রভু কহে "তবে কেন মারিলিরে বাপ্।
মানিয়া না মানিলে তো হ'তে পারে পাপ।।"
হীরামন বলে 'পাপ-পুণ্য নাহি জানি।
আমি জানি তুমি হন্তা-কর্ত্তা রঘুমণি।।
সে বলে যে 'পাগলা রে খাও রে হারাম।
তার বাক্য শুনে মনে জাগে সীতারাম।।
হা-রাম শুনিয়া রসনায় বাড়ে ক্ষুধা।
দিল মাংস খাইলাম সুধাধিক সুধা।।
পিঠমোড়া দিয়া টেনে বাঁধে দুই কর।
বাঁধিয়া মারিল গোঁজ নখের ভিতর।।
এইমত শাস্তি দিল যবনের বেটা।
নখতলে বিঁধাইল খেঁজুরের কাঁটা।।
তথাপি ভাবিনু যেই বলে 'আল্লা হক্'।
সে মেরেছে এতে নয় খ'সে যাবে নখ্।।
বেঁকি দাঁ পোড়ায়ে যবে আনে পুনর্ব্বার।
এ দেহে তখনে সহ্য না হইল আর।।
এ সময় তোমাকে দেখিনু গদাধর।
গদা হাতে দাঁড়াইলা মস্তক উপর।।
ক্রোধে কাঁপে ওষ্ঠাধর আজ্ঞা দিলে মোরে।
"মার ফকিরকে মার চৈতন্য বালারে।।"
তব শ্রীমুখের আজ্ঞা যদি পায় হীরে।
ব্রহ্মাণ্ড ডু'বাতে পারে গোষ্পদের নীরে।।
ত্রেতাযুগে তব শ্রীমুখের আজ্ঞা পাই।
আঠার বর্ষের পথ এক লম্ফে যাই।।
আনিনু গন্ধমাদন তব কৃপাগুণে।
কপিতনু ধরি হনু ভানুকে শ্রবণে।।
ব্রাহ্মণ অগস্ত্যমুনি তব কৃপালেশে।
সপ্ত সমুদ্রের জল খাইল গণ্ডুষে।।
চন্দ্রসূর্য শূন্যে চলে অচল সচল।
বাসুকিরে দিলে শিরে ধরা-ধরা বল।।
মম শিরে দাঁড়াইয়া আজ্ঞা দিলে তাই।
'যবনে মানিস্ কেন ওতে কিছু নাই।।'